মওলানা ভাসানী মেমোরিয়াল কলেজ

বানিয়াখালী, ডুমুরিয়া, খুলনা।

কলেজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঃ-

খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলাধীন ৮ নং শরাফপুর ইউনিয়ন অত্যন্ত অবহেলিত গ্রাম বাংলার জনপদ। এলাকার বেশীর ভাগ মানুষ গরীব এবং শ্রমজীবি। শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অতি সামান্য। এই এলাকায় পর্শ্ববর্তী আটটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় থাকলেও উচ্চ শিক্ষা গ্রহনে অত্র এলাকার শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন বঞ্চিত। খুব কম সংখ্যক শিক্ষার্থী ডুমুরিয়া কলেজ, বটিয়াঘাটা কলেজ বা খুলনা শহরের কলেজে লেখা পড়ার সুযোগ পায়। গত ১৯৯২ সালে ২৪ ফেব্রুয়ারী ৮নং শরাফপুর ইউ,পি নির্বাচনে নির্বাচিত হলেন একজন উচ্চ শিক্ষিত জন প্রতিনিধি জনাব নূরুদ্দীন আল্ মাসুদ বি,এস-সি(অনার্স), এম,এস-সি(উদ্ভিদবিদ্যা) । তিনি এলাকার হত-দরিদ্র মানুষের ছেলে-মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহনের সুযোগ এবং মানুষকে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বি করার লক্ষ্যে রাস্তা-ঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান উন্নয়নের চিন্তা-ভাবনা মাথায় আনেন। সে লক্ষ্যে এলাকার উন্নয়নের পাশা-পাশি সাধারণ পরিবারের ছেলে-মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে কলেজ স্থাপনের জন্য তিনি বানিয়াখালী স্কুল মাঠে ইং-২৬/০৪/১৯৯৩ তারিখে সাধারণ সভার আহবান জানান। সমাবেশে বহু গন্য মান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সকলের উপস্থিতিতে এলাকার সার্বিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে চেয়ারম্যান জনাব নূরুদ্দীন আল্ মাসুদ অত্র এলাকায় কলেজ স্থাপনের বাসনা ব্যক্ত করেন। প্রস্তাবটি সকলের নিকট ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। সে মোতাবেক গত ২৬/০৬/১৯৯৩ ইং তারিখে বানিয়াখালী স্কুল প্রাঙ্গনে খুলনা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব এ,এইচ,এম, বদরুদ্দোজার সভাপতিত্বে স্থানীয় গন্য-মান্য ব্যক্তিবর্গ এবং পাশ্ববর্তী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের সমন্বয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এলাকার ভৌগোলিক অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়। আলোচনায় জানা যায়, এলাকায় ও একটু দুরবতীতে মোট ১৪ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় বিদ্যমান। তা'ছাড়া বানিয়াখালী হইতে উত্তরে ১৭ কিঃমিঃ দুরত্বে ডুমুরিয়া কলেজ, দুইটি নদী পারাপার সহ পশ্চিমে ২০ কিলোমিটার দুরত্বে কপিলমুনি কলেজ, পূর্বে ১টি নদী পার সহ অনুরূপ দুরত্বে বটিয়াঘাটা কলেজ এবং তিনটি নদী পারাপার সহ কমপক্ষে ৩০ কিলোমিটার দুরত্বে দক্ষিণে পইকগাছা কলেজ অবস্থিত। সেহেতু অত্র এলাকার বানিয়াখালতে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করলে এলাকার দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষা লাভের পথ সুগম হবে মর্মে উপস্থিত সকলে একমত পোষন করেন এবং সর্ব সম্মতিক্রমে শরাফপুর ইউনিয়নের বানিয়াখালী নামক স্থানে বানিয়াখালী কলেজ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। আলোচনার এক পর্যায়ে এ,ডি,এম, খুলনা মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় জেলা প্রশাসক খুলনা, জনাব কাজী রিয়াজুল হক দ্বারা কলেজটির ভিত্তি প্রস্র স্থাপনের সিদ্ধন্ত গ্রহন করা হয়। সভায় বক্তারা আরও বলেন যে, এ বৎসর অর্থাৎ ১৯৯৩-১৯৯৪ শিক্ষাবর্ষে বানিয়াখালী কলেজে ভর্তি কার্যক্রম শুরু করার মতামত ব্যক্ত করেন এবং কলেজে অধ্যক্ষ, শিক্ষক ও কর্মচারীদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষানুরাগী জনাব কুমারেশ বাওয়ালী , সাং- কালীনগর, থানা- পাইকগাছাকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তাছাড়া কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য একটি শক্তিশালী অর্গানাইজিং কমিটি গঠন করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরবর্তী ০১/০৮/১৯৯৩ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জনাব এ্যাডঃ গাজী আঃ বারীকে সভাপতি এবং চেয়ারম্যান জনাব নূরুদ্দীন আল্ মাসুদকে সাধারণ সম্পাদক করতঃ ২৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি অর্গানাইজিং কমিটি গঠন করা হয় এবং অধ্যক্ষ, শিক্ষক- কর্মচারী নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পরবর্তী ১৯/০৮/১৯৯৩ ইং তারিখ রোজ শনিবার স্থানীয় চেয়ারম্যান জনাব নূরুদ্দীন আল্ মাসুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী ২৬/০৮/১৯৯৩ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার সকাল ১১.০০ ঘটিকায় খুলনা জেলা প্রশাসক জনাব রিয়াজুল হক- এর মাধ্যমে কলেজটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অপর দিকে কলেজ স্থাপনের জন্য জমি, ঘর,

আসবাবপত্র, টাকা-পয়সা বড় সমস্যা হিসাবে দেখা দেয়। অনেকের ইচ্ছা থাকা সত্বেও সামর্থের অতিরিক্ত। আলোচনার এক পর্যায় জনাব নুরুদ্দীন আল্ মাসুদ কলেজ স্থাপনের দায়-দায়িত্ব গ্রহন করেন এবং সকলের সহযোগীতা কামনা করেন। পরবর্তীতে তিনি স্থানীয় গন্য-মান্য ব্যক্তিবর্গ যথা- মোঃ শাহাজান আলী সরদার, এ্যাডঃ মৃনাল কান্তি দাশ, আরব আলী সরদার, মন্মথ কান্তি রায়, মোঃ রফিক শেখ, আহাদ আলী হালদার , আমজাদ হোসেন মোল্যা, মোঃ মহিউদ্দীন মোলঙ্গী , অঃ ছালাম শেখ, মতিয়ার রহমান শেখ, দিলীপ রায়, বাবুল আক্তার, আব্দুল হক, সরোয়ার হোসেন, শাহাবুদ্দীন ফকির, জবেদালী খাঁ, আঃ জলিল শেখ, নাসির শেখ, ইসলাম শেখ, আরব আলী শেখ সহ অন্যান্যদের সহযোগীতায় জমি সংগ্রহের ও ঘর নির্মানের তৎপরতা শুরু করেন। ভিত্তি প্রস্তরের জমি বানিয়াখালীতে বিভিন্ন জায়গা পছন্দ করলেও শেষ পর্যন্ত চেয়ারম্যান জনাব নুরুদ্দীন আল্ মাসুদের পিতা মোঃ মহিউদ্দীন মোলঙ্গীর ওয়ারেশ সূত্রে প্রাপ্ত জমিতে (বানিয়াখালী) পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক খুলনা জেলা প্রশাসক জনাব কাজী রিয়াজুল হক এর মাধ্যমে ২৬/০৮/১৯৯৩ তারিখ সকাল ১১.০০ ঘটিকায় প্রস্তাবিত বানিয়াখালী কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। ১৯৯৩-১৯৯৪ শিক্ষা বর্ষে ছাত্র/ ছাত্রীদের ভর্তির জন্য পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক এবং ২৪/০৮/১৯৯৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৬ (ছয়) সদস্য বিশিষ্ট একটি নিয়োগ বোর্ড গঠন করা হয়। যথা-

(১) এ্যাডঃ গাজী আঃ বারী – সভাপতি, অর্গানাইজিং কমিটি ।
(২) এ,এইচ,এম, বদরুদ্দোজা – অতিরিক্ত খুলনা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ।
(৩) জনাব গোলাম সরোয়ার – সদস্য, ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, বি,এন, পি, খুলনা।
(৪) অধ্যক্ষ জনাব মোঃ নাজিম উদ্দীন– সিটি কলেজ, খুলনা।
(৫ জনাব মোঃ মোসলেম উদ্দীন – সহকারী অধ্যাপক, বয়রা মহিলা কলেজ, খুলনা।
(৬) এ্যাডঃ কিরণ চন্দ্র বিশ্বাস – সদস্য (সহঃ সভাপতি, খুলনা জেলা আওয়ামীলীগ)।

এবং ২৫/০৮/১৯৯৩ ইং তারিখ সাক্ষাৎকারের দিন নির্ধারণ করা হয়। উক্ত তারিখে অনুষ্ঠিত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এবং নিয়োগ বোর্ডের সুপারিশ মোতাবেক ও কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক জনাব নূরুদ্দীন আল্ মাসুদকে অধ্যক্ষ, অন্যান্য প্রভাষক ও কর্মচারী নিয়োগ সম্পন্ন করা হয়। পরবর্তীতে চেয়ারম্যান জনাব নূরুদ্দীন আল্ মাসুদ জমি সংগ্রহের জোর চেষ্টা চালাতে থাকে। জমি সংগ্রহ হলো। স্থানীয় লোকজন সঙ্গে নিয়ে নির্ধারিত স্থানের পূর্ব পার্শ্বে পুকুর কেটে মাঠে মাটি ভরাট শুরু করেন এবং এলাকায় বাঁশ সংগ্রহের কাজ শুরু করেন। মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে বাঁশ সংগ্রহ করে , ভরাটকৃত যায়গায় ঘর নির্মানের কাজ শুরু করেন। নূরুদ্দীন আল্ মাসুদ নিজে তার লীজ ঘেরে রাত্রে মাছ ধরতেন, দিনের বেলায় কলেজের ঘর নির্মান ও ছাত্র/ ছাত্রী সংগ্রহের ব্যাপক তৎপরতা চালাতে থাকে। নিজের লীজ ঘেরের টাকা দিয়া টিন সহ অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয় করে ২টা টিনের লম্বা ঘর নির্মান করেন। নিজের এবং তার পিতা মোঃ মহিউদ্দীন মোলঙ্গীর টাকা দিয়া শরাফপুরের বাবুল আক্তার, সুধীর কুন্ডু , দুলাল কুন্ডু , আক্কাজ সরদার, বক্কার মোল্যা ও মতিয়ার শেখ গং-এর জমি ক্রয় করেন। এমনকি নিজেও উক্ত প্রতিষ্ঠানে জমি দান করেন। অর্থের অভাবে নিজের টাকা দিয়া জমি ক্রয় করেও , অর্থ সাশ্রয়ের জন্য কলেজের নামে নিরুপন পত্র রেজিষ্ট্রী করেন। পরবর্তীকালে অধ্যক্ষ জনাব নুরুদ্দীন আল্ মাসুদ নিজস্ব এবং তার পিতার অর্থায়নে ২টি সেমি পাকা টিনের ঘর নির্মান করেন। ২৬/০৮/১৯৯৩ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জনাব নূরুদ্দীন আল্ মাসুদ কলেজের স্বীকৃতি লাভের জন্য তিনি প্রয়োজনীয় জমি ও তার পিতার নিকট থেকে সংরক্ষিত তহবিলের জন্য ৫০,০০০/= টাকা ও সাধারণ তহবিলের জন্য ৩০,০০০/= টাকা প্রদান করে স্বীকৃতির পথ সুগম করেন। এলাকার মানুষ ভাবতে থাকে এত দ্রুত সময়ে একটা নতুন কলেজের উন্নয়ন অভাবনীয়। এলাকার মানুষ নূরুদ্দীন আল্ মাসুদ এবং তার পিতাকে উৎসাহ দিতে থাকেন। এবং নূরুদ্দীন আল্ মাসুদ এলাকার উন্নয়নের জন্য রাস্তা-ঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান উন্নয়নের কাজ শুরু করেন। অন্য দিকে কলেজটির দ্রুত স্বীকৃতির কার্যক্রম চালাতে থাকে। সেই সঙ্গে এলাকার মানুষের ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠার জোর চেষ্টা চালাতে থাকে। এলাকায় চোর-ডাকাতির প্রাদুর্ভাব বন্ধ করতে সক্ষম হন। বলা যায়, জনাব নূরুদ্দীন আল্ মাসুদের ঐকান্তিক চেষ্টায় এবং কঠোর পরিশ্রম ও তার পিতার সহযোগীতায় সকল কার্যক্রম দ্রুত চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এলাকার মানুষ শুধু অবলোকন করতে থাকে দিন-রাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করে নূরুদ্দীন এলাকার উন্নয়ন সহ কলেজের কাজ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

পরবর্তী ৩০/০৮/১৯৯৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জনাব নূরুদ্দীন আল্ মাসুদ গত ০১/০৯/১৯৯৩ তারিখ থেকে অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব ভার গ্রহন করেন এবং একই দিনে কলেজটিকে সষ্টুভাবে পরিচালনার জন্য গাজী আঃ বারীকে সভাপতি এবং অধ্যক্ষ জনাব নুরুদ্দীন আল্ মাসুদকে সদস্য সচিব করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়। এবং সকল বিভাগের শিক্ষক ও কর্মচারীদের নিয়োগ পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক নিয়োগ অনুমোদন করেন। কিছু সমস্যা থাকার কারণে প্রদর্শক শিক্ষক, গ্রন্থাগারিক, শরীর চর্চা শিক্ষক ও ৪ জন এম,এল,এস,এস,- এর নিয়োগ পত্র আপাতত বন্ধ করা হয়। অন্যান্য শিক্ষক ও কর্মচারীর নিয়োগপত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এবং ১৬/০৯/১৯৯৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক অস্থায়ী ভাবে শরাফপুর ইউ,পি, কার্যালয়ের উপরে ও নীচে ১৯৯৩-১৯৯৪ শিক্ষাবর্ষে ছাত্র/ছাত্রীদের পাঠদান কার্যক্রম ও পুরাতন তফশীল অফিসে কলেজের কার্যক্রম শুরু হয়। আরো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় আগামী ১৬/১০/১৯৯৩ তারিখ পাঠদান কার্যক্রম শুরু করার। কলেজের নিজস্ব জায়গায় শ্রেণী কক্ষের এবং কলেজ অফিসের ঘর নির্মান সম্পন্ন হওয়ায় ধীরে ধীরে ইউ, পি, অফিস ও তফশীল অফিস ত্যাগ করে কলেজের কার্যক্রম স্থানান্তর করা হয়। শিক্ষক বৃন্দ বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে

শিক্ষার্থী সংগ্রহের কাজ চালাতে থাকেন এবং সুন্দর ভাবে ১৯৯৩-১৯৯৪ শিক্ষাবর্ষের কার্যক্রম চলতে থাকে। পরবর্তী ০৯/১২/১৯৯৩ তারিখে এ্যাডঃ জনাব আঃ বারী সাহেবের সভাপতিত্বে তৎকালীন জাতীয় সংসদের হুইপ জনাব মোঃ আশরাফ হোসেন, খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব শেখ তৈয়েবুর রহমান সহ আরো গন্য-মান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে জনাব কুমারেশ বাওয়ালী বানিয়াখালী কলেজটি সর্বজন শ্রদ্ধেয় জাতীয় নেতা মরহুম আঃ হামিদ খান ভাসানী এদেশের সাধারণ মানুষের চিন্তা-চেতনার অবধারক, নির্লোভ, ত্যাগী ব্যক্তিত্ব, তাই কলেজটি তার স্মরণে উৎসর্গ করার প্রস্তাব করেন। উক্ত প্রস্তাব উপস্থিত অতিথিবৃন্দ , গন্য-মান্য ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ মানুষ সকলে সমর্থন করেন এবং প্রস্তাব সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। আরো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, অদ্য হইতে কলেজের সকল কাগজপত্র অতঃপর মওলানা ভাসানী মেমোরিয়াল কলেজ নাম ব্যবহার করিতে হইবে এবং এযাবৎ সকল নিয়োগপত্র অফিসে জমা গ্রহন করতঃ মওলানা ভাসানী মেমোরিয়াল কলেজ নামে প্যাডে নতুনভাবে পুনঃ নিয়োগপত্র প্রদান করিতে হইবে, তবে পূর্ব স্মারক উল্লেখ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এমনকি সকল দাপ্তরিক কার্যক্রম মওলানা ভাসানী মেমোরিয়াল কলেজের নামে সংরক্ষণ করার জন্য অধ্যক্ষ মহোদয়কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

০২/০১/১৯৯৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৯৩-১৯৯৪ শিক্ষাবর্ষে ছাত্র/ ছাত্রী ভর্তি সহ প্রথম স্বীকৃতির প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, ব্যাংক ড্রাফ্ট সভায় উপস্থাপন পূর্বক কলেজ পরিদর্শকের বরাবর প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এবং সভাপতি মহোদয় ব্যস্ত থাকার কারণে অধ্যক্ষ মহোদয়কে একমাত্র ব্যাংক অপারেটর হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সেই অবধি বানিয়াখালী কলেজের যাবতীয় কার্যক্রম মওলানা ভাসানী মেমোরিয়াল কলেজের নামে প্রচলন শুরু হয়।

পরবর্তী ২৫/০৩/১৯৯৪ তারিখের সিদ্ধান্ত মোতাবেক পূর্বে ০৫/০৯/১৯৯৩ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থগিতকৃত প্রদর্শক শিক্ষক, শরীর চর্চা শিক্ষক, ০১ জন সহকারী গ্রন্থাগারিক ও ০৪ জন এম,এল,এস,এস দের নিয়োগপত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে মোতাবেক উক্ত শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দ ০২/০৪/১৯৯৪ তারিখে অত্র কলেজে যোগদান করতঃ পূর্ণ ভাবে ব্যবহারিক ক্লাশ শুরু হয়। পরবর্তী ৩০/০৬/১৯৯৪ তারিখের সিদ্ধান্ত মোতাবেক এবং ২০/০৭/১৯৯৪ তারিখে অধ্যক্ষ ও সকল শিক্ষক-কর্মচারীদের নিয়োগ বৈধ করণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হয় এবং বাস্তায়ন করা হয়। পরবর্তীকালে ১৩/০৮/১৯৯৪ তারিখে কলেজ পরিদর্শক, যশোর শিক্ষা বোর্ড স্বীকৃতির জন্য কলেজটি পরিদর্শণ করেন। গত ইং ০৩/০৯/১৯৯৪ খ্রীঃ কলেজটি প্রথম স্বীকৃতি লাভ করে এবং নিয়মানুযায়ী সংশিষ্ট নির্বাচনী এলাকার মাননীয় সংসদ জনাব এ্যাডঃ সালাহ্ উদ্দীন ইউসুফ কলেজটির সভাপতি নির্বাচিত হয়। কলেজের শিক্ষার গুনগত মান উন্নয়নের জন্য অধ্যক্ষ মহোদয় সকল শিক্ষক মহোদয়ের সমন্বয়ে আপ্রান চেষ্টা চালাতে থাকেন এবং শিক্ষক- কর্মচারীদের সরকারী অনুদানের জন্য অত্র কলেজের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক জনাব শেখ সহিদুল ইসলাম ও অজিত কুমারকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। উক্ত শিক্ষকদ্বয় ও অধ্যক্ষ মহোদয়ের চেষ্টায় গত ইং ০১/০৭/১৯৯৪ খ্রীঃ কলেজটি এম, পি,ও ভুক্তি লাভ করে। শিক্ষক- কর্মচারীবৃন্দ মনে প্রানে তাদের দায়িত্ব পালন করতে থাকে।

০১/০৫/১৯৯৫ সালে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক এবং কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জমি সহ আয়-ব্যয়ের হিসাব পর্যালোচনা, জমিদান ও তার অবদানের সকল বিষয় বিবেচনা করে অধ্যক্ষ জনাব নুরুদ্দীন আল্ মাসুদ একমাত্র প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে বিবেচিত হয়।

কলেজের টিন সেডের ঘর দুইটি ঘুর্নিঝড়ে বিধ্বস্ত হওয়ায় অধ্যক্ষ মহোদয় এবং মোঃ মহিউদ্দীন মোলঙ্গীর(মৃতঃ) সহযোগীতায় পাকা ভবন তৈরী করা শুরু হয়। জনাব মোঃ মহিউদ্দীন মোলঙ্গী বিভিন্ন সময় ইট, সিমেন্ট, বালি, রড এমনকি মিস্ত্রীর মজুরীর টাকা পরিশোধ করতে থাকেন। এভাবেই কলেজের পূর্ব পার্শ্বের ভবনের ১ম তলার কাজ সম্পন্ন করা হয়। পরবর্তীতে জনাব নূরুদ্দীন আল্ মাসুদ এবং তার ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য বিরেশ্বর রায় এর সহযোগীতায় ঐ ভবনের দ্বিতীয় তলার কাজ সম্পন্ন করা হয়। এমনিভাবে পূর্ব পার্শ্বের ভবন সংলগ্ন আরেকটি ভবন নূরুদ্দীন আল্ মাসুদ, আঃ গফ্ফার মোড়ল, আঃ রব মোল্যা ও মহিউদ্দীন মোলঙ্গী এবং ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় ভবনের কাজ বহুলাংশে সম্পন্ন হয়। জনাব শেখ সহিদুল ইসলাম, কুমারেশ বাওয়ালী ও অন্যান্য শিক্ষকদের সমন্বয়ে ছাত্র/ছাত্রী সংগ্রহ সহ শিক্ষার মান উন্নয়নে জোর চেষ্টা চালাতে থাকেন। পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল আশানুরুপ হয়। পরবর্তীতে কলেজ পরিচালনা পর্ষদ স্নাতক (পাস) পর্যায় খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। সে মোতাবেক নিয়মনীতি অনুস্মরণ করে স্নাতক(পাস) পর্যায় বি,এ,(পাস); বি,এস,এস,(পাস) ও বি, কম,(পাস) শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতঃ স্নাতক পর্যায় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র অধিভূক্তির জন্য প্রেরণ করা হয়। পরবর্তী ২২/০৬/২০০২ খ্রীঃ এ কলেজটি স্নাতক পর্যায় বি,এ; বি,এস,এস; ও বি,কম(পাস) কোর্সে অধিভূক্তি লাভ করে। বর্তমানে কলেজটি ভৌত অবকাঠামো সহ শিক্ষার গুনগত মান উন্নয়নের ধারা অব্যাহত আছে। কলেজের প্রশাসনিক কার্যক্রমে সহকারী অধ্যাপক জনাব শেখ সহিদুল ইসলামের ভুমিকা উল্লেখযোগ্য ছিলো। সর্বপরি কলেজের উন্নয়ন মূলক কাজে প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ মরহুম নূরদ্দীন আল্ মাসুদ ও তার পিতা মোঃ মহিউদ্দীন মোলঙ্গীর (মৃতঃ) ভূমিকাও অবিস্মরনীয় ছিলো। বর্তমানে কলেজের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করছেন জনাব সুরঞ্জন কুমার বিশ্বাস, অধ্যক্ষ(ভারপ্রাপ্ত), জ্যেষ্ঠ প্রভাষক- ব্যবস্থাপনা বিভাগ। ঐতিহ্যবাহী এই কলেজ দেশের শিক্ষা বিস্তারে অনন্য ভূমিকা পালন করে আসছে। এই কলেজের অনেক শিক্ষার্থী পরবর্তীতে দেশ বরেণ্য হয়েছেন। বর্তমানে কলেজটিতে প্রায় এক হাজার শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছে এবং প্রায় ৫২ জন শিক্ষক-কর্মচারী কর্মরত আছেন.....